বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

পৌরনীতি ও সু-শাসন ২য় পত্র

২য় অধ্যায়- পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ

নমুনা প্রশ্ন-০১

'ক' নামক রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ট ভাষাগোষ্ঠীর জনগণ তাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী তাদের এ দাবি মানতে অস্বীকৃতি জানায়। তাই উক্ত ভাষাগোষ্ঠীর জনগণ তাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করার দাবিতে রাজপথে নেমে আসে। শাসকগোষ্ঠী নিরস্ত্র মানুষের বুকে গুলি চালায়। ফলে রাজপথ হয় রক্তে বঞ্চিত। আর এই রক্তদানের মধ্য দিয়ে শাসকগোষ্ঠী ভাষার দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়।

ক) যুক্তফ্রন্ট কবে গঠিত হয়? ১
খ) মৌলিক গণতন্ত্র কি? ব্যাখ্যা কর। ২
গ) উদ্দীপকের ঘটনার সাথে তোমার পাঠ্য পুস্তকে বর্ণিত যে আন্দোলনের মিল আছে তা-ব্যাখ্যা করতে হবে। ৩
ঘ) "উক্ত আন্দোলন "বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটায়"-কথাটি উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

নমুনা উত্তর -০১

ক) ১৯৫৩ সনের ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়।

খ) ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হয়েই নিজের ভবিষ্যৎ ক্ষমতার ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর মধ্যে প্রধান পদক্ষেপ হলো 'মৌলিক গণতন্ত্র' নামে এক নতুন পদ্ধতি চালু করা।

Basic Democracy নাম দিয়ে তিনি ৪ স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন গড়ে তোলার কথা বলেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ৪০ হাজার করে অর্থাৎ দু'অঞ্চল থেকে ৮০ হাজার সদস্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন বলে বিধান করা হয়। জেনারেল আইয়ুব খান তার এই গণতন্ত্রীদের দ্বারাই ১৯৬২ সালে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু করেন।

গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত ঘটনার সাথে আমার পাঠ্য পুস্তকের বর্ণিত ভাষা আন্দোলনের মিল রয়েছে।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হয়ে এ নিয়ে মতবিরোধ শুরু হয় ১৯৪৭ সনের পূর্ব থেকেই। পাকিস্তান সৃষ্টির পর বাংলাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষা এবং রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপিত হয়। মাতৃভাষার দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলন দমনের জন্য মুসলিম লীগ স্তর কার দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বাঙালি কিশোর যুবক থেকে শুরু করে অনেককে মাতৃভাষার দাবীতে গড়ে ওঠা এ আন্দোলনই ভাষা আন্দোলন।

এ আন্দোলনের পেছনে ছিলো অনেক কারণ, বাঙালি ও বাঙলার প্রতি অবহেলা ছিল তার অন্যতম করেন।

ঘ) উদ্দীপকের উক্ত আন্দেলন বাঙালি জাতীয় তাবাদের উন্মেষ ঘটায় এটি নিরেট সত্য। কেননা ভাষা আন্দোলন শুধু ভাষা বা সাংস্কৃতিক আন্দোলনই ছিল না। এটি অচিরেই রাজনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল যার ফল হলো আজকের বাংলাদেশ।

(বই থেকে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য লিখার ও পর্যায়ে।)

নমুনা প্রশ্ন-০২

পাকিস্তানে সৃষ্টির পর মুসলিম লীগের অগণতান্ত্রিক মানসিকতা অত্র অঞ্চলের জনগণ ও প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে ঐ দলের প্রতি অনাস্থার জন্ম দিয়েছিল। ফলে অত্র অঞ্চলে নির্বাচনের ঘোষণা এলে কয়েকজন নেতামিলে জনগণের দাবি সম্বলিত কিছু দফা সংযোজন করে একটি নির্বাচনী জোট গঠন করে। এতে করে ঐ জোট নির্বাচনে সাফল্য লাভ করে।

ক) কবে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে? ১
খ) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কি? ব্যাখ্যা কর। ২
গ) উদ্দীপকের উল্লেখিত রাজনৈতিক কৌশল বলতে কোনটির কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত জোটের সাফল্য লাভের পেছনের কারণগুলি কি ছিল? ব্যাখ্যা দাও। ৪

নমুনা উত্তর -০২

ক) ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।

খ) ভাষার জন্য, মায়ের মুখের ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দেয়ার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগের ঘটনা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। বাংলাকে মাতৃভাষা করার জন্য যেমন, সালাম, বরকত, রফিক প্রমুখেরা জীবন বলিদান করেছেন। ঠিক মাতৃভাষা দিবস ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দানের জন্য আরেক অন্যন্য যুদ্ধ চালিয়েছিলে কানাডা প্রবাসী বাঙালি রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম। তাদের এ যুদ্ধের প্রধান সহযোগীতাকারী ছিলেন তৎকালিন প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষমন্ত্রী ফলে ১৯৯৯ সনের ১৭ নভেম্বর 'ইউনেস্কো-২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত রাজনৈতিক নেতাদের কৌশল বলতে ১৯৫৪ সনে নির্বাচনের জন্যে গঠিত নির্বাচনী জোট যুক্তফ্রন্টের কথা বলা হয়েছে।

(এ পর্যায়ে বই থেকে যুক্তফ্রন্ট গঠনের রাজনৈতিক পটভূমি লিখবে।)

ঘ) উদ্দীপকে নির্বাচনী জোটের সাফল্য বলতে ১৯৫৪ সনের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় লাভের কথা বলা হয়েছে। উক্ত নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভের পেছনে কারণগুলো ছিলো নিম্নরূপ ঃ

(এ পর্যায়ে বই থেকে যুক্তফ্রন্ট্রের বিজয়ের কারণ গুলো লিখবে।)

নমুনা প্রশ্ন-০৩

১৯৬৬ সালে পাকিস্তানের লাহোরে বিরোধী দলের এক সম্মেলন আয়োজন করা হয়। উক্ত সম্মেলনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি কর্মসূচি পেশ করেন। পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণের বিরুদ্ধে এ কর্মসূচিটি ছিল তীব্র প্রতিবাদ আর বাঙালির অধিকার আদায়ের সনদ।

ক) কবে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কার্যকরী পরিষদ গঠিত হয়? ১
খ) 'তমদ্দুন মজলিশ' কি? ব্যাখ্যা কর। ২
গ) উদ্দীপকে কোন কর্মসূচীর কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ) উক্ত কর্মসূচিটি ছিল বাঙালির বাঁচার দাবি উদ্দীপকের এ কথাটির সাথে তুমি কি একমত হ্যাঁ হলে এর স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

নমুনা উত্তর -০৩

ক) ১৯৫২ সালের ৩ শে জানুয়ারি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কার্যকরি পরিষদ গঠিত হয়।

খ) 'তমদ্দুন মজলিস' একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন। ১৯৪৭ সনের ১ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুন অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে ও সদস্য বিশিষ্ট একটি সংগঠন গড়ে ওঠে। যা ভাষা আন্দোলনের গোড়াপত্তন করে।

এ সংগঠনটি বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম ও আইন আদালতের ভাষা হিসেবে ব্যবহার করার জন্য জোড়া প্রচারণা চালায়। 'তমদ্দুন মজলিশের' উদ্দ্যেগে রাষ্ট্রভাষা 'সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এটির আহবায়ক ছিলেন শামসুল হক।

গ) উদ্দীপকে পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পূর্ব-পাকিস্তান জনগণের ও পরিচালিত অর্থনৈতিক ও সামরিক বৈষম্য থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষিত ছয়দফা কর্মসূচীর কথা বলা হয়েছে।

নিম্নে ছয়দফা কর্মসূচি কি তা ব্যাখ্যা করা হলো-
(এখানে বই থেকে ছয়দফার দফাগুলো লিখবে।)

ঘ) পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছিল লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে। লাহোরে প্রস্তাবের ভিত্তিতে। লাহোর প্রস্তাবে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের জনগণের ওপর শুরু হয় পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ বঞ্চনা ও নির্যাতন। একদিকে অর্থনৈতিক বঞ্চনা অন্যদিকে ১৯৬৫ সালে পাকভারত যুদ্ধ শুরু হলে দেখা গেল পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে পড়ে। সামরিক দিক থেকে ও পূর্বপাকিস্তানের এ অবস্থা দেখে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সনের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক ছয়দফা দাবি পেশ করেন। এ কর্মসূচিকে তিনি বাঙালির অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি' বলে অভিহিত করেন।

নিম্নে ছয়দফার গুরুত্ব বই থেকে লিখবে।
এরপর লিখবে----উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় এটি ছিল বাঙালির বাঁচার দাবি ও মুক্তির সম্পদ।

নমুনা প্রশ্ন-০৪

লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে গড়ে ও ওঠা পাকিস্তানে বিভিন্ন প্রদেশের জনগণের অন্যতম মূলদাবি ছিল। প্রাদেশিক জনগণের অন্যতম জনগণের অন্যতম মূল দাবি ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কিন্তু পাকিস্তানি শাসকচক্র প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। অথচ প্রদেশগুলো বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তাননের জনগণ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের জন্য বারবার আবেদন জানায়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে কর্ণপাত না করে উপরুন্ত তাদের জনপ্রিয় নেতারে বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মূলক মামলা জুকে দেয়। ফলে ঘটে যায় বিপ্লব। যা আস্তে আস্তে বিশাল অভ্যথানে রূপ নেয়।

ক) আওয়ামী মুসলিম লীগ কত সনে আওয়ামী লীগ নাম ধারণ করে? ১
খ) মুজিবনগর সরকার গঠনের উদ্দেশ্য কি ছিল? ২
গ) উদ্দীপকে কোন বিপ্লব বা অভ্যুত্থানের কথা বলা হয়েছে? তার কারণগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ) উক্ত আন্দোলন বাঙারি জাতীয়তাবাদকে সু-সংহত করে-তুমি কি এই বিষয়ে একমত? এটির স্বপক্ষে যুক্ত দেখাও। ৪

নমুনা উত্তর -০৪

ক) ১৯৫৫ সনে আওয়ামী লীগ নাম ধারণ করে।

খ) ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আদেশ ঐ দিনই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়। এটিই মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিতি লাভ করে।

এই সরকার গঠনের উদ্দেশ্য ছিল শেখ মুজিবুর রহমান কর্তক ঘোষিত স্বাধীনতার শোষণাকে বাস্তবায়ন ও ভাবে পরিচালনার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন ও বহিবির্শ্বে প্রচার চালানো অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধকে সংসগঠিত ভাবে পরিচালনার মাধ্যমে স্বাধীনতাকে সত্যিকারভাবে বাস্তবায়ন।

গ) উদ্দীপকে ১৯৬৯ সনের গণঅভ্যুত্থানের কথা বলা হয়েছে।

উক্ত অভ্যুত্থানের কারণগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।
(এ পর্যায়ে বই থেকে কারণগুলো লিখবে গণ অভ্যুত্থানের কারণ সমূহ।)

ঘ) বাঙালি জাতির রাজনৈতিক বিকামের ইতিহাসে ১৯৬৯ সালের গণ আন্দোলনের গুরুত্ব অসামান্য। এ গণআন্দোলনের ফলেই অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী আইয়ুব মোনেয়েম খানের পতন তরান্বিত হয়।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান পাকিস্তানের রাজনীতিতে বিশেষ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ গণ আন্দোলনের ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ সুসংহত হয়ে ওঠে।

(এ পর্যায়ে বই থেকে গণ অভ্যুত্থানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য লিখবে।)

নমুনা প্রশ্ন-০৫

প্রায় দু'শ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর B নামক রাষ্ট্রটি স্বাধীনতা লাভ করলে ঐ রাষ্ট্রের সকল অঞ্চলের জনগণ ভেবেছিল এবার বুঝি মুক্তি মিলবে। কিন্তু দেখা গেল পশ্চিমাঞ্চলের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্বাঞ্চলে জনগণের ওপর বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করে। ফলে পূর্বাঞ্চলের বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করে। ফলে পূর্বাঞ্চলের জনগণ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে তাদের অঞ্চলকে স্বাধীন করে তোলে।

ক) পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? ১

খ) ১৬ ডিসেম্বর বাঙালির জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ) উদ্দীপকের দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক আচরণের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক আচরণের মিল কতখানি তা ইতিহাসের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উক্ত দেশের বৈষম্যমূলক আচরণ মুক্তিযুদ্ধকে তরান্বিত করেছে-কথাটির যথার্থতা নির্ণয় কর। ৪

নমুনা উত্তর -০৪

ক) লিয়াকত আলী খান।

খ) বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৬ ডিসেম্বর এক তাৎপর্যপূর্ণ দিন। বাঙালির জাতীয় জীবনে এটির মাহাত্ম্য বর্ণনাতীত। কেননা ১৯৭১ সালের এই দিনে দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধের বিজয় অর্জিত হয়েছিল। এই দিনে বিশ্বের বুকে একটি স্বাধীন ও বিজয়ী স্বতন্ত্র ও বিজয়ী স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে ইতিহাসে ঠাঁই করে নিয়েছিল। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছিল বাংলাদেশ নামক নতুন রাষ্ট্রটি এদিনটি বাঙালি বিজয় দিবস। এই দিনটি তাই বাংলাদেশ শত্রু মুক্ত হয়ে হাঁক ছেড়ে বেঁচেছিল।

গ) উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের সাথে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানী সরকারের আচরণের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

১৯৪৭ সনে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক শ্রেণি বিশেষ করে রাজনীতিবিদ ব্যবসায়ী ও আমলা শ্রেণি পূর্ব বাংলা প্রদেশকে একটি উপনিবেশে পরিণত করতে চায়। অত্যন্ত সু-কৌশল পূর্ব বাংলাকে তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে করতে শুরু করে। পাকিস্তানে উভয় অংশের মধ্যে গড়ে তোলা হয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামারিক ও প্রশাসনিক বৈষম্যের পাহাড়।

যেমন পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির হয়েছিল লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে, যেখানে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী তা না করে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। এভাবে প্রশাসনিক ও সামরিক ক্ষেত্রে বাঙালিদের সুযোগ ছিল না বললেই চলে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের দিকে তাকালে দেখা যেত পূর্ব পাকিস্তান ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পকলকারখানার কাঁচামালের যোগান দাতা পাকিস্তানের উভয় অংশের মাথাপিছু আয়ের ব্যবধান ৬১.০%।

এভাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ভয়াবহ এক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়।

ঘ) উদ্দীপকে যে দেশের ইঙ্গিত করা হয়েছে তা মূলত পাকিস্তান। আর পাকিস্তান রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণই বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে দাক্ষিত করেছিল।

ছয়দফা কর্মসূচী ছিল তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কেননা ছয়দফার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা। শুধু তাই নয় এটি বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামরিক নিরাপত্তার কথা খুব জোড়ালো ভাবে উত্থাপিত হয়েছিল।

আর এই ছয়দফাকে প্রতিহিত করার জন্য যখন পাকিস্তান সরকার বাংলার অবিসাংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সহ অন্যন্য আরো ৩৪ সনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মূলক মামলা দায়ের করলো, তখন রাজনীতিবিদদের সাথে ছাত্র সমাজ ও ১১ দফা ঘোষণার মাধ্যমে একাত্মতা ঘোষণা করল। ফলে গণঅভ্যুত্থানের মত ঘটনা ঘটে গেল। আইয়ুব ও মোনায়েম খান পদত্যাগ কবে ইয়াহিয়া খানের যাতে ক্ষমতা দিতে বাধ্য হলো। অবশেষে ইয়াহিয়া খান ৭০ এর নির্বাচন দিতে বাধ্য হলো। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হলে ও সামরিক সরকার ক্ষমতা হস্তারিত না করে ক্ষমতা ধরে রাখার তাল-বাহানা শুরু করলে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষা দিতে বাধ্য হলেন। দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধশেষ বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটলো।

অতএব উদ্দীপকের কথাটি যথার্থ।